গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরন ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স
প্রধান কার্যালয় ঃ- খাগড়াছড়ি।

Recieved 19.1.13

স্মারক নং- তারিখ ঃ-

ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এম.পি চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
স্থান	ঃ	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এর সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম
তারিখ	ঃ	০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
সময়	ঃ	সকাল ১১: ৩০ টা
উপস্থিতি বিবরণী	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর সভার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। বিশেষত পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) প্রতিনিধি না পাঠিয়ে স্বয়ং সভায় উপস্থিত হওতায় তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর কার্যবিবরণী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য-সচিবকে অনুরোধ করেন।

২। অতঃপর টাস্কফোর্স সদস্য সচিব এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ পূর্ববর্তী সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং সভার ১নং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য জনাব সন্তোষিত চাকমা উপস্থাপিত কার্যবিবরণী ১২(ঘ), এবং ১২(চ) এর বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। সকল সদস্যের ঐক্য মত্যের ভিত্তিতে উক্ত কার্যবিবরণী ১২(ঘ), এবং ১২(চ) সিদ্ধান্তসমূহ বাদ দিয়ে বিগত সভার কার্যবিবরনী অনুমোদন করা হয়।

৩। **অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা:-** অতঃপর সভার ২নং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা ও মতামতের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি জানান যে, অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তুদের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। তবে এতে কিছু ক্রুতি বিচ্যুতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ পর্যায়ে অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু সংজ্ঞা নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের ২৭ জুন ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত রয়েছে মর্মে জানানো হয়। পূর্ববর্তী সভায় সিদ্ধান্ত রয়েছে জানার পর সভায় এ বিষয়ে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে সকলে একমত পোষন করেন।

৪। স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরনার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত:

সভাপতি মহোদয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে যারা প্রত্যাবর্তন করেছেন তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আওতায় স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকারী হিসেবে বিবেচনায় আনার সুযোগ আছে কিনা সভায় জানতে চান। এ বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি মতামত দেন যে, পার্বত্য চুক্তির আলোকে গঠিত টাস্কফোর্সকে বিশ দফা প্যাকেজ চুক্তির মাধ্যমে যারা প্রত্যাবর্তন করেছেন সে সব প্রত্যাগত শরনার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করতে হবে। পার্বত্য চুক্তির পূর্বে যারা প্রত্যাবর্তন করেছেন তারা পার্বত্য চুক্তির আওতায় প্রত্যাবর্তন করেননি বিধায় তা টাস্কফোর্সের কার্যপরিধির মধ্যে পড়ে না। এ বিষয়টি বিবেচনার অবকাশ নেই। তবে মানবিক বিবেচনায় তাদেরকে অন্য কোনভাবে পুনর্বাসিত করা যেতে।

টাস্কফোর্সের সদস্য জনাব সন্তোষিত চাকমা তাইন্দং এ ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতি পূরণে নিমিত্তে প্রাপ্ত রেশনের অতিরিক্ত রেশন দেয়ার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে অধিকাংশ সদস্য মতামত দেন যে টাস্কফোর্স নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাবর্তনকৃত সদস্যদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজ করা বিধায় সাম্প্রতিক ঘটনার বিষয়টি টাস্কফোর্সের আওতায় আনা সঠিক হবেনা। তবে উক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে ভিন্ন প্লাটফর্মে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সদস্য সচিব এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন এবং সরকারিভাবে কিছু উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে তালিকা প্রাপ্তির পর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তাঁরা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

৫। বিবিধ:-

ক) **জনবল নিয়োগ:** সভাপতি টাস্কফোর্সের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে জনবল নিয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি সভাকে জনান যে, ইতোমধ্যে সরকার কিছু জনবল নিয়োগ করেছে এবং কিছু নিয়োগ এখনো বাকি আছে। আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের বিষয়টি জটিল বলে উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ৫জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি পেন্ডিং আছে। আপাতত আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করে ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে নিয়োগের বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

খ) **বাজেট বরাদ্ধ:** সভাপতি জানান যে, অতীতে বাজেট বরাদ্ধ অপ্রতুল ছিল, কিন্তু সরকার যথাযথ বাজেট বরাদ্ধ প্রদান করেছে। সুতরাং বাজেট বরাদ্ধ সম্পর্কে বর্তমানে কোন সমস্যা নাই।

গ) **২০ দফা প্যাকেজের ধারা-৮** অনুযায়ী (অন্যান্য সরকারি ব্যাংকের ঋণ মওকুফ লাভের জন্য আবেদনকারী ৭১২ জন) বাস্তবায়নের বিষয়ে কোন অগ্রগতি নাই। সুতরাং এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করার বিষয়ে সভায় সকল সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঘ) **২০ দফা প্যাকেজের ধারা-৯** (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ লাভের জন্য আবেদনকারী- ২ জন) অনুযায়ী চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নাই। এ বিষয়ে পুনরায় পত্র দেয়া যেতে পারে বলে সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঙ) **২০ দফা প্যাকেজের ধারা-১৮** অনুযায়ী (পার্বত্য চুক্তির পূর্বের সকল ফৌজদারি মামলায় দন্ডপ্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরও) স্থানীয় পুলিশ বিভাগ কর্তৃক তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয় নাই। ইতোপূর্বে পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপারত্রয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পুনরায় অনুরোধ করার পক্ষে সকল সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

চ) জনাব সন্তোষিত চাকমা টাস্কফোর্সের সভা মাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের বিষয়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত আছে উল্লেখ করে তা নিয়মিত অনুষ্ঠানের দাবী জানান। তবে প্রতিমাসে সভা করার বিষয়টি খুব কঠিন এবং বাস্তব সম্মত নয় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে ০২(দুই) মাস পরপর নিয়মিতভাবে টাস্কফোর্সের সভা আহ্বানের বিষয়ে অধিকাংশ সদস্য একমত পোষণ করেন।

৬। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্মোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কতৃপক্ষ
ক)	অভ্যন্তরীণ উদ্ভাস্তুর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের বিগত ২৭ জুন ১৯৯৮ এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হবে।	চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি
খ)	টাস্কফোর্সের কার্যপরিধির আওতায় প্রত্যাগত শরনার্থীদের মধ্যে যারা পার্বত্য চুক্তির আওতাভুক্ত, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তারাই বিবেচনার যোগ্য হবেন। পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে প্রত্যাগত শরনার্থী এবং অ-উপজাতীয় শরনার্থীগণকে সরকার ভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।	সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ)	পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে প্রত্যাগত উপজাতীয়দেরকে পার্বত্য চুক্তির আওত্তায় স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকারী হিসেবে বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই বিধায় তারা টাস্কফোর্সের আওতাভুক্ত নয়। সুতরাং তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই। অ-উপজাতীয় শরনার্থীগণকে সরকার ভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।	চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঘ)	অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের শূন্যপদসমূহ অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঙ)	২০ দফা প্যাকেজের ধারা-৮: (অন্যান্য সরকারি ব্যাংকের ঋণ মওকুফ লাভের জন্য আবেদনকারী ৭১২ জন) বাস্তবায়নের বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কতৃপক্ষ
চ)	২০ দফা প্যাকেজের ধারা-৯ (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ লাভের জন্য আবেদনকারী ২ জন) অনুযায়ী চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে পুনরায় অনুরোধ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
ছ)	বিশ দফা প্যাকেজের ধারা-১৮ অনুযাযী (পার্বত্য চুক্তির পূর্বের সকল ফৌজদারি মামলায় দন্ডপ্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরও) স্থানীয় পুলিশ বিভাগ কর্তৃক তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয় নাই। ইতোপূর্বে পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপারত্রয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পুনরায় পত্র দিতে হবে।	চেয়ারম্যান টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।
জ)	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা ২(দুই) মাস অন্তর অন্তর করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/১১/১৯

(যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যদায়)
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
এবং অভ্যন্তরীণ উদ্ভাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত
টাস্কফোর্স।
ফোন:- ০৩৭১-৬১৭৫৯(অ), ০৩৭১-৬২৪২৪(বা)
email: taskforce_cht97@yahoo.com
jtripura.cht@gmail.com

স্মারক নম্বর- ০০.৪২.০২৯.০৩১.১২.০০২.১৩-৫৭০(১৫) তারিখঃ ২২ অক্টোবর ২০১৩

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম
৫-৭। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৮-১০। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
১১। সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা
১২। জনাব
.....
সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
১৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স ,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
১৫। অফিস কপি

২২.১০.২০১৩

(মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
☎০৩১ ৬১৫২৪৭, 🖷০৩১ ৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@mopa.gov.bd

E:\Sabuj 2013\Indian Refujee 2013.doc(Hashem)

"ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন টাস্কফোর্স "এর ৪র্থ সভায় উপস্থিতির বিবরণী

ভেন্যুঃ বিভাগীয় কমিশনার,চট্টগ্রাম এর সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম

তারিখঃ ০৮.০৯.২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	[illegible]	০৩৫১-৬৬২৮৪	[illegible]
২.	সন্তোষ চাকমা	01554605191	[illegible] ০৮/০৯/২০১৩
৩.	মো: [illegible] [illegible] উপজেলা [illegible] (পিআরও-পুনর্বাসন টাস্কফোর্স)	01550601401	[illegible] ৮/৯/২০১৩
৪.	এ.এফ.এম. [illegible] উপ সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	01711441639	[illegible]
৫.	[illegible] আহাম্মদ অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বান্দরবান পার্বত্য জেলা	01817578806	[illegible]
৬.	কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভারতপ্রত্যাগত শরণার্থী সংস্থা ও টাস্কফোর্স	01550608252	[illegible]
৭.	নিখিল কান্তি চাকমা	01829662266	[illegible]
৮.	[illegible]	01556742323	[illegible]

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
৯.	এস.এম. শফি, সদস্য টাস্কফোর্স	০২৫৫০৭৭৬১০ ০১৭১২৯১১১৮৮	
১০.	মেজর মুহাম্মদ রুবায়াত জামিল প্রতিনিধি ২৪ সদাতিক বিভিজন। চট্টগ্রাম।	০১৭৬৯৩০২৩৪০	03/SEP/13
১১.	মোহাম্মদ দিলিরুর রহমান ভিডিপি কমি/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) খাগড়াছড়ি	01819173108	
১২.	সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা — (চেয়ারম্যান, লাইন ফরেস্ট —	01556747788	
১৩.	মোহাম্মদ রফিক	01818065963 সুপ্রবন্ধ সংলাপকার	
১৪.	রবি দত্ত	01199536311 ৭ নং ওয়ার্ড	
১৫.	মোহাম্মদ আবুল্লাহ বিভাগীয় কমিশনার — চট্টগ্রাম		06.09.2013
১৬.			
১৭.			